মোহনবাগান কর্তাদের বিরোধ মেটাতে দীর্ঘ বৈঠক টুটু বসুর

অধিনায়ক লোবো, ধোঁয়াশা ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ নতুন বছরের প্রথম দিনেই নতুন সম্ভাবনার উদয়। আইএসএলের ক্রমাগত চাপে দলবদলের বাজারে চাপে থাকা দুই প্রধানের কর্তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা পাওয়া গেল। এদিন নববর্ষকে বরণ করতে নিয়ম মেনে সকাল সকাল দুই ক্লাবের মাঠে আয়োজিত হল বারপুজো। পুজোপাঠ, খাওয়াদাওয়ার মাঝেই ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান সমর্থকদের আলোচনাতে ঘুরেফিরে এল সুপার কাপের সেমিফাইনালের কথা। পাশাপাশি আগামী মরশুমের দলগঠনের জন্য অনেক জল্পনা-কল্পনাও শুরু হয়ে গেল। একদিকে কেভিন লোবোকে পরের মরশুমের অধিনায়ক ঘোষণা করে ধোঁয়াশা বাড়াল ইস্টবেঙ্গল, অপরদিকে কর্তাদের মন কষাকষি দূরে সরিয়ে রেখে নতুন মরশুমের জন্য সেরা দলগঠনের বার্তাও পাওয়া গেল মোহনবাগানে।

বারপুজোর পরেই বছরের প্রথম দিনে আগামী মরশুমের অধিনায়ক ঘোষণা করে থাকে ইস্টবেঙ্গল। যেখানে পাওয়া গেল রীতিমতো চমক। তবে ধোঁয়াশা বজায় রেখেই ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানালেন, 'আগামী মরশুমের জন্য ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে কেভিন লোবোকে। ও দলে থাকবে কিনা তা চূড়ান্তভাবে এখনই জানাতে পারছি না। আপাতত ও শহরে নেই। মাঝে ওর সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে।' দিনকয়েক আগেই এটিকে-র সঙ্গে কার্যত পাকা কথা বলে ফেলেছিলেন লোবো। আইএসএলের গোয়া ফ্র্যাঞ্চাইজিরও অফার ছিল গোয়ার এই ফুটবলারের কাছে। আগেও অধিনায়ক হওয়ার প্রস্তাব দিয়ে তাঁকে রাখতে চেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে এটিকে-কেই বেছে নিয়েছিলেন লোবো। তবে লোবোকে ধরে রাখার ব্যাপারে লাল-হলুদের কর্তারা যে আশাবাদী, সেটা প্রমাণ হয়ে গেল এদিন পরের মরশুমের অধিনায়ক হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণাতে। আগামী মরশুমে একাধিক খেলোয়াড় ইস্টবেঙ্গল ছাড়লেও দলগঠনের কাজে তাঁরা পিছিয়ে নেই বলেই জানালেন শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। অবশ্য ইউসা কাটসুমি, মাহমুদ আল আমনাদের সঙ্গে কথাবার্তা অনেকটা এগোলেও এখনও কেউই চূড়ান্ত হয়নি বলেই জানালেন তিনি।

এদিকে, মোহনবাগান তাঁবুতে কর্তাদের মধ্যে চলতে থাকা জটিলতা কাটাতে আসরে নামলেন টুটু বসু। সবুজ-মেরুনের প্রাক্তন সভাপতি এদিন সকালে ক্লাবে আসেন। তাঁর উপস্থিতিতে সচিব অঞ্জন মিত্র, সহসচিব সৃঞ্জয় বসু ও অর্থসচিব দেবাশিস দত্ত আলোচনায় বসেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে তাঁদের মধ্যে। অবশ্য কোনো সমাধান সূত্র সেভাবে বেরিয়ে আসেনি, তা পরিষ্কার তাঁদের কথাতেই। তবে আপাতত বিরোধ পিছনে ফেলে ফের একসঙ্গে কাজ চালানোর বার্তাই দিয়ে গিয়েছেন টুটু বসু। ক্লাব ছাড়ার আগে তিনি জানান, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি, অঞ্জন ক্লাবের দায়িত্বে থাকবে।' অবশ্য বরফ যে গলেনি সেটা পরিষ্কার সচিব ও অর্থসচিবের কথাতেই। সচিব অঞ্জন মিত্র বলছিলেন, 'কোনো সমস্যা মেটেনি, আবার নতুন কোনো সমস্যা তৈরিও হয়নি।' একইভাবে অর্থসচিব দেবাশিস দত্তের সাফ কথা, 'মান-অভিমান দেখানোর জায়গা ক্লাব নয়। এখানে কাজ করতে হবে। সেটা না পারলে সরে দাঁড়ানোটাই শ্রেয়। আমার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।' কর্তাদের মন কষাকষির প্রভাব অবশ্য মোহনবাগানের দলগঠনে পড়ছে না। অর্থসচিব জানিয়ে দিলেন, 'আমাদের ৯০ শতাংশ দলগঠনের কাজ শেষ। গতবারও তো ১৫ জন ফুটবলার আইএসএল খেলতে চলে গিয়েছিল, তাতে কি দলগঠন হয়নি? এবারেও হচ্ছে। এই মরশুমের মতোই নতুন ছেলেরা পরের বারেও উঠে আসবে।' হেনরি কিসেকা বা সনি নরডি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছেন কিনা, তা নিয়ে অবশ্য মুখ খুলতে চাইলেন না তিনি।

বারপুজো ইস্টবেঙ্গলে। ছবি ঃ ডি মণ্ডল

সিন্ধুকে হারিয়ে সোনা জয়ের পর সাইনা।

অলিম্পিক ব্রোঞ্জের পরেই কমনওয়েলথ সোনাকে রাখছেন সাইনা

গোল্ড কোস্ট, ১৫ এপ্রিল ঃ চোট-আঘাত, কোর্টের বাইরে বিতর্ক, সর্বোপরি সিন্ধুর ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাওয়ার গ্লানি, রবিবার কমনওয়েলথের ফাইনালে যেন এই সব সমস্যার বিরুদ্ধেই খেলতে নেমেছিলেন অলিম্পিক ব্রোঞ্জজয়ী সাইনা নেহওয়াল। তাই রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ শেষে সিন্ধুকে হারিয়ে শুধু কমনওয়েলথ সোনাই জিতলেন না সাইনা, পাশাপাশি প্রমাণ করে দিলেন, তিনি এখনও ফুরিয়ে যাননি। কমনওয়েলথ আসরে এই সোনা জয় যে তাঁর কাছেও স্পেশাল তা জানাতে ভুললেন না হায়দরাবাদি কন্যা। একধাপ এগিয়ে এই সোনার পদককে তাঁর লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদকের পরেই স্থান দিচ্ছেন তিনি। সাইনা বলেন, 'গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথে আমার এই সোনার পদক জয় একটা দারুণ স্মৃতি হিসেবে রয়ে যাবে। ফাইনালে এই জয়টা আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল। লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছি। বিশ্বের একনম্বর ব্যাডমিন্টন তারকাও হয়েছি। তার থেকে কোনো অংশে কম নয় এই সোনা জয়ের অনুভূতি। বরং, অলিম্পিকের ব্রোঞ্জ জয়ের পরে এই সোনার পদককে জায়গা দেব।' নিজের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশের পাশাপাশি এদিন নিজের সমালোচকদেরও একহাত নিতে ছাড়লেন না সাইনা। নিজের এই সোনার পদক জয়কে উৎসর্গ করলেন মা এবং বাবাকে। ফাইনালে যাঁকে হারালেন সেই পি ভি সিন্ধুর প্রশংসাও শোনা গেল সাইনার গলায়। তিনি বলেন, 'ফাইনালে সিন্ধুর সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই হয়েছে। ম্যাচ যদি আরও গড়াত তাহলে জেতা আমার পক্ষে কষ্টকর হত। আমি টানা দশ-বারোদিন ধরে খেলে চলেছি। সেখানে সিন্ধুর সুবিধা অনেক। লম্বা হওয়ার দরুন কোর্টে ও বাড়তি সুবিধা পায়। ফলে ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছিল আমাকে।' কমনওয়েলথ চলাকালীন পায়ের চোটে কাবু হয়েছিলেন সাইনা। তাই নিয়েই লড়াই চালিয়ে পদক জয় করলেন তিনি। সেই প্রসঙ্গে সাইনা বলেন, 'চাপ নিয়ে খেলতে আমি অভ্যস্ত। আমার লক্ষ্য থাকে সেরাটা দিয়ে দেশকে পদক এনে দেওয়া। চোট সমস্যা থাকলেও সেটা আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশের হয়ে সাফল্যটাই বড়ো কথা।' কমনওয়েলথের শুরুটায় অবশ্য বিতর্কই সঙ্গী হয়েছিল সাইনার। তাঁর বাবাকে কমনওয়েলথে যাওয়ার ছাড়পত্র না দেওয়ায় নাম প্রত্যাহারেরও হুমকি দিয়েছিলেন সাইনা। সেই সমস্যা অবশ্য গেমস শুরুর আগেই মিটে গিয়েছিল। তবে, সেই কদিনের যন্ত্রণা ভুলতে পারছেন না সাইনা নিজেই। সমালোচকদের এদিন একহাত নিয়ে সাইনা বলেন, 'দেশের অনেককিছু হয়। আজ যদি আমি হেরে যেতাম, তাহলে সমালোচকরাই বলা শুরু করত, সাইনার এবার অবসর নেওয়া উচিত। গেমসের শুরুতে আমার বাবার কমনওয়েলথে আসা নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি। সেই নিয়েও আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল। সত্যিটা এই, শুরু থেকেই আমাকে জানানো হয়েছিল, গোল্ড কোস্টে আমার সঙ্গে বাবাই যাচ্ছেন। সেই প্রতিশ্রুতি গেমস শুরুর আগে কেন রাখা হবে না। সমস্যাটা এতটাই জটিল হয়ে উঠেছিল যে, ভালো করে বিশ্রাম নিতেও পারিনি। একজন অ্যাথলিটের দশ থেকে বারো ঘণ্টা বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে। সেখানে আমি দুশ্চিন্তায় চোখের পাতা এক করতে পারিনি। আমার সেই লড়াইটাকে সমালোচকরা আক্রমণ করেছেন।'

এদিকে, সাইনার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তাঁর কোচ পুলেল্লা গোপীচাঁদ। তিনি বলেন, 'সাইনা আজ দুরন্ত খেলেছে। কোর্টে ওর মুভমেন্ট চোখে পড়ার মতো ছিল। আগের থেকে অনেক উন্নতি ওর খেলায় চোখে পড়ল। দলগত বিভাগে এবং ব্যক্তিগত ইভেন্টে যেভাবে সাইনা পারফর্ম করল, সেটার জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।' একইসঙ্গে কমনওয়েলথে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য শাটলারদেরও প্রশংসা করেন তিনি। তবে, টুর্নামেন্টের ক্রীড়াসূচি নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করতে দেখা যায় গোপীচাঁদকে। তিনি বলেন, 'ঠাসা ক্রীড়াসূচি হওয়ায় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের, বিশেষ করে ডাবলস তারকাদের উপর প্রচণ্ড ধকল পড়েছে। পর্যাপ্ত সময় পেলে অশ্বিনী, সাত্যিকরা আরও ভালো পারফর্ম করতে পারত।'

তারুণ্য আর অভিজ্ঞতার মিশেলে বাজিমাত

গোল্ড কোস্টে গ্লাসগোকে পিছনে ফেলল ভারত

গোল্ড কোস্ট, ১৫ এপ্রিল ঃ পরিসমাপ্তি ঘটল গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমসের। গোটা প্রতিযোগিতায় দুরন্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে নজর কাড়লেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। পদক তালিকায় অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের পরে তৃতীয় স্থানে শেষ করল ভারত। ৬৬টি পদক জয় করে গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমসে জয়যাত্রা শেষ হল ভারতের। যার মধ্যে রয়েছে ২৬টি সোনা, ২০টি রুপো এবং ২০টি ব্রোঞ্জ পদক। গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথে পদক জয়ের তালিকায় তিন নম্বরে শেষ করল ভারত। ১৯৮টি পদক জয় করে এই তালিকার শীর্ষে আয়োজক অস্ট্রেলিয়া। ১৩৬টি পদক নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ইংল্যান্ড। গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথের স্কোয়াড নির্বাচনে এবার তারুণ্যের পাশাপাশি অভিজ্ঞতাকেও বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছিল আইওএ। তাদের সেই পরিকল্পনা যে সফল তা স্পষ্ট ভারতীয় দলের এবারের সাফল্যেই।

কমনওয়েলথ গেমসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা বাহক মেরি কম।

পদক জয়ের নিরিখে ২০১৪ সালে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের পদক জয়ের পরিসংখ্যানকে পিছনে ফেলল ভারত। সেবার ১৫টি সোনা, ৩০টি রুপো ও ১৯ ব্রোঞ্জ সহ মোট ৬৪টি পদক জয় করেছিল ভারত। তবে গ্লাসগো গেমসকে পিছনে ফেললেও সর্বোচ্চ পদক জয়ের তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থাকা ২০০২ সালে ম্যাঞ্চেস্টার গেমসকে ছুঁতে পারলেন না এবারের গোল্ড কোস্টে পদকজয়ী ভারতীয়রা। সেবার ৬৯টি পদক ঘরে তুলেছিল ভারত। তবে এখনও পর্যন্ত পদক জয়ের নিরিখে শীর্ষে দিল্লি কমনওয়েলথ গেমস। সেবার মোট ১০১টি পদক জয় করেছিলেন ভারতীয় প্রতিযোগীরা।

গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথের স্কোয়াড নির্বাচনে এবার তারুণ্যের পাশাপাশি অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটানোর যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তা যে সফল সেটা স্পষ্ট ভারতীয় দলের এবারের সাফল্যেই। যুব প্রজন্মের মধ্যে যেমন মনু ভাকর, মেহুলি ঘোষ, নীরজ চোপড়া, অনীশ ভানওয়ালারা নজর কেড়েছেন তেমনই তরুণদের ভিড়ে নিজেদের সাফল্য মেলে ধরেছেন সাইনা, হিনা সিধু, মেরি কম, সুশীলের মতো বহু যুদ্ধের নায়করা। সাফল্যের এই আলোকের নীচে ব্যর্থতার অন্ধকার যে নেই তা নয়, ভারতীয় হকি দলকে নিয়ে যে প্রত্যাশার পারদ উঠেছিল, তা পূরণ করতে পারেননি মনপ্রীত কিংবা রানিদের মধ্যে কেউই। তেমনই ব্যর্থ শুটিংয়ে গগন নারাং, কুস্তিতে সাক্ষী মালিকরা।

এবারের কমনওয়েলথে ভারতের সবচেয়ে বেশি পদক এসেছে শুটিংয়ে। এই বিভাগে মোট ১৬টি পদক এসেছে ভারতের। যার মধ্যে সোনা জিতে নজর কেড়েছেন জিতু রাই, মনু ভাকের, হিনা সিধুর মতো তারকারা। শুটিংয়ের পর ভারতকে সবচেয়ে বেশি পদক এনে দিয়েছেন কুস্তিগিররা (১২)। এছাড়া বক্সিং এবং ভারোত্তোলনে ৯টি করে পদক জয় করেছে ভারত।

এদিকে, কমনওয়েলথের মতো বড়ো ইভেন্টের আয়োজক হিসেবে নজর কেড়েছে অস্ট্রেলিয়াও। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান থেকে দেশের মাঠে অ্যাথলিটদের উজ্জীবিত পারফরম্যান্স, সব বিভাগেই নিজেদের সেরা প্রমাণ করেছে অস্ট্রেলিয়া। ক্রিকেটে বল-বিকৃতির মতো কাণ্ড অস্ট্রেলিয়া স্পোর্টসে যে ধাক্কা দিয়েছিল, তা কালিমামুক্ত করে হৃতগৌরব যে কমনওয়েলথে অসি অ্যাথলিটরা অনেকটাই ফিরিয়ে দিয়েছেন তা মনে করেন গেমস আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান পিটার বিটি। তিনি বলেন, 'বিশ্ব ক্রীড়াক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার যে গৌরব ছিল তা ক্রিকেটে বল-বিকৃতি কাণ্ডের জেরে জোর ধাক্কা খায়। কমনওয়েলথে অস্ট্রেলিয়ার সাফল্য সেই হৃতগৌরবকে কিছুটা হলেও ফিরিয়ে আনল।'

মিক্সড ডাবলসেও পদক মণিকার

দীপিকা-জ্যোস্নার সোনা হাতছাড়া, ব্রোঞ্জ শরথের

গোল্ড কোস্ট, ১৫ এপ্রিল ঃ কমনওয়েলথ গেমসের স্কোয়াশ ডাবলসে সোনা জয়ের সুযোগ হাতছাড়া করলেন দীপিকা পাল্লিকাল-জ্যোস্না চিনাপ্পা জুটি। রবিবার নিউজিল্যান্ডের জোলি কিং এবং আমান্ডা-ল্যান্ডার্স মার্ফি জুটির কাছে হেরে রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল গ্লাসগো গেমসে সোনাজয়ী এই ভারতীয় জুটিকে। অন্যদিকে, কমনওয়েলথ গেমসে নিজের চতুর্থ পদক জয় করলেন মণিকা বাত্রা। এদিন জি সাথিয়ানের সঙ্গে মিক্সড ডাবলসে জুটি বেঁধে ব্রোঞ্জ জিতলেন তিনি। ফাইনালে তাঁরা হারালেন অপর ভারতীয় জুটি শরথ কমল-মৌমা দাসকে। মিক্সড ডাবলসে পদক হাতছাড়া হলেও সিঙ্গলসে স্যামুয়েল ওয়াকারকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পেলেন শরথ কমল।

কমনওয়েলথের আসরে স্কোয়াশ বিভাগে ভারতের কাছে দিনটা সত্যি হতাশার। গ্লাসগো গেমসে ভারতকে প্রথম স্কোয়াশে পদক এনে দিয়েছিলেন দীপিকা পাল্লিকাল ও জ্যোস্না চিনাপ্পা। ২০১৪ সালে সেবার সোনা জিতে ফিরেছিলেন দীপিকা-জ্যোস্না। স্বভাবতই গোল্ড কোস্টে এই ভারতীয় জুটিকে ঘিরে সোনার পদক জয়ে বুঁদ হয়েছিল গোটা ভারত। কিন্তু রবিবার ফাইনালে কিউয়ি জুটি জোলি কিং-আমান্ডা-ল্যান্ডার্স মার্ফির কাছে ৯-১১, ৮-১১ পয়েন্টে হেরে সেই স্বপ্ন ধাক্কা খেল ভারতীয় স্কোয়াশ দলের। ফাইনালে হেরে রুপো পাওয়ার পর জ্যোস্না বলেন, 'ফাইনালে জয়ের সুযোগ আমাদের সামনে ছিল। কিন্তু তা আমরা কাজে লাগাতে পারিনি। নিউজিল্যান্ড আমাদের থেকে ভালো খেলে সোনা জয় করল। সোনা জিততে না পারার জন্য আমরা প্রচণ্ড হতাশ।' অন্যদিকে, ফাইনালে হারের জন্য রেফারিংকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান জ্যোস্নার সতীর্থ দীপিকা। তিনি বলেন, 'ম্যাচে কিছু অদ্ভুত সিদ্ধান্ত রেফারি নিয়েছেন, যেগুলোর অধিকাংশ আমাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। সেটা না হলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। এটা সত্যি দুর্ভাগ্যের। টুর্নামেন্টের মানোন্নয়নের জন্য ভালো খেলার পাশাপাশি ভালো রেফারিংয়েরও প্রয়োজন।'

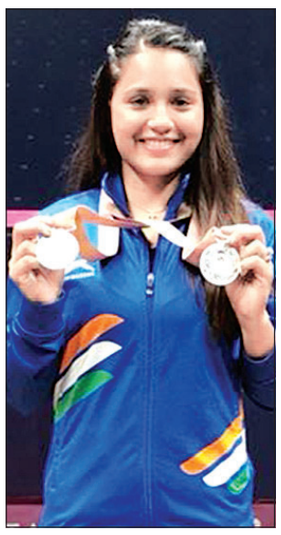

পোডিয়ামে দীপিকা।

এদিকে জি সাথিয়ানকে নিয়ে ব্যাডমিন্টনের মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ জিতলেন মণিকা বাত্রা। প্লে অফে তাঁরা ১১-৬, ১১-২, ১১-৪ পয়েন্টে হারালেন অপর ভারতীয় জুটি শরথ কমল ও মৌমা দাসকে। এই নিয়ে গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথে চারটি পদক জয় করলেন মণিকা। সিঙ্গলসে সোনা জয়ের পাশাপাশি দলগত বিভাগেও সোনা জিতেছেন এই ভারতীয় প্যাডলার। মিক্সড ডাবলসে পদক হাতছাড়া হলেও সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ পেলেন শরথ কমল। ব্রোঞ্জ দখলের লড়াইয়ে স্যামুয়েল ওয়াকারকে তিনি হারালেন ১১-৭, ১১-৯, ৯-১১, ১১-৬, ১১-১০ পয়েন্টে। এটি গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথে শরথের তৃতীয় পদক জয়।

কমনওয়েলথ গেমসের পদক তালিকা

দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
অস্ট্রেলিয়া	৮০	৫৯	৫৯	১৯৮
ইংল্যান্ড	৪৫	৪৫	৪৬	১৩৬
ভারত	২৬	২০	২০	৬৬
কানাডা	১৫	৪০	২৭	৮২
নিউজিল্যান্ড	১৫	১৬	১৫	৪৬

(প্রথম পাঁচ)

কমনওয়েলথের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

ডিজে বোল্ট, ভারতের পতাকাবাহক মেরি

গোল্ড কোস্ট, ১৫ এপ্রিল ঃ ইতিহাস, ঐতিহ্যের মিশেলে উদ্‌বোধন। আর সমাপ্তি অনুষ্ঠান যেন সেলিব্রেশন। ২১তম কমনওয়েলথ শেষ হল প্রাণবন্ত, ঝলমলে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ১২ দিন ধরে চলা যজ্ঞের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সেরা চমক 'ডিজে' উসেইন বোল্ট। ডিজের নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা মিলল বিশ্বের দ্রুততম মানুষের। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়দের মার্চে হাসিখুশিভাবেই যোগ দিলেন ভারতীয়রাও। ২৬ সোনা, ২০ রুপো ও ২০ ব্রোঞ্জ সহ মোট ৬৬ পদক নিয়ে এবারের কমনওয়েলথ অভিযান থামল ভারতের।

৩৫ বছর বয়সে প্রথমবার কমনওয়েলথে খেলতে নেমে সোনা জিতেছেন ভারতের লৌহমানবী মেরি কম। তাই তাঁর হাতেই থাকল সেলিব্রেশনের মঞ্চে ভারতের পতাকাবাহকের ভূমিকা পালনের দায়িত্ব। অনুষ্ঠানের শেষে পাঁচবারের এশীয় চ্যাম্পিয়ন বক্সার মেরি বলছিলেন, 'জীবনে এই প্রথমবার এত বড়ো কোনো ইভেন্টে দেশের পতাকাবাহকের দায়িত্ব সামলালাম। জানি না এই কৃতিত্ব আমার প্রাপ্য কিনা, তবে দায়িত্বটা পালন করতে পেরে দারুণ গর্বিত।' সেলিব্রেশনের মাঝেই বিভিন্ন দেশের অ্যাথলিটদের প্রশংসা করে কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট লুইস মার্টিন জানিয়েছেন, 'অ্যাথলিটরা যেরকম কৃতিত্ব গোটা প্রতিযোগিতা জুড়ে দেখিয়েছে, তা এককথায় দুর্দান্ত। ক্রীড়াক্ষেত্রে কিংবদন্তিদের পাশাপাশি নিজেদের সেরা স্তরে মেলে ধরেছে অনেক তরুণ তারকাও। ২০১৮ কমনওয়েলথ গেমসের সৌজন্যে বলাই যায়, এবারের মতো ভবিষ্যতে এই মঞ্চ আরও প্রতিযোগিতামূলক খেলা উপহার দেবে।'

> জীবনে এই প্রথমবার এত বড়ো কোনো ইভেন্টে দেশের পতাকাবাহকের দায়িত্ব সামলালাম। জানি না এই কৃতিত্ব আমার প্রাপ্য কিনা, তবে দায়িত্বটা পালন করতে পেরে দারুণ গর্বিত।
> -এম সি মেরি কম

চার বছর বাদে বার্মিংহামে আয়োজিত হবে পরের কমনওয়েলথ গেমস। এখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দুর্ভাগ্যবশত যে কমনওয়েলথে খেলতে দেখা যাবে না জিতু রাই, মেহুলি ঘোষ, মনু ভাকের, হিনা সিধু, অনীশ ভানাওয়ালার মতো ভারতীয় শুটারদের। কারণ, ঐচ্ছিক খেলা হিসেবে ২০২২ বার্মিংহাম কমনওয়েলথ থেকে শুটিংকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পদক তালিকায় রেলের দাপট

গোল্ড কোস্ট, ১৫ এপ্রিল ঃ সরকারি হিসেব অনুযায়ী, ২৬টি সোনা সহ ৬০টি পদক নিয়ে গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমসে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছে ভারত। যেখানে রেলওয়েজের অ্যাথলিটদের দাপাদাপি চোখে পড়েছে। এবারের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের স্কোয়াডে রেলের ৪৯ জন অ্যাথলিট ছিলেন। যেখান থেকে তাদের অ্যাথলিটরা ১০টি সোনা সহ মোট ১৪টি পদক এনেছেন। যা ভারতের মোট পদকপ্রাপ্তির এক-চতুর্থাংশ। কমনওয়েলথের আসরে রেলের অ্যাথলিটদের সাফল্যের উচ্ছ্বাসটা সেন্ট্রাল রেলওয়ের মুখ্য আধিকারিক সুনীল উদাসির গলায় শোনা গিয়েছে। তাঁর কথায়, 'কুস্তিতে রেলওয়ের সাতজন অ্যাথলিট ছিল। প্রত্যেকেই পদক জিতেছে। সুশীল কুমার, রাহুল আওয়ারে, সুমিত মালিক, বজরং পুনিয়া ও ভিনেশ সোনা পেয়েছেন। ভারোত্তোলনেও দশজনের মধ্যে ছয়জন রেলের অ্যাথলিট পদক পেয়েছেন। বক্সিংয়েও মনোজ কুমারের ব্রোঞ্জ এসেছে। মনোজও রেলে চাকরি করে। রেলের অ্যাথলিটদের এই সাফল্য অভাবনীয়।' আরএসপিবি-র সচিব রেখা যাদব এপ্রসঙ্গে বলেছেন, 'আরএসপিবি ক্রীড়াবিদদের কোচিং, অনুশীলন, ডায়েট সবদিকেই নজর রাখে। কমনওয়েলথের সাফল্য সেটারই প্রমাণ। ভারতের মোট পদক জয়ের ২৫ শতাংশ রেলের অ্যাথলিটদের থেকে এসেছে। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয়।'

ভাবনায় ২০১৯ বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্বের দৌড়ে ফিঞ্চ

মোহালি, ১৫ এপ্রিল ঃ বিশ্বকাপ শুরু হতে মাঝে আর এক বছর। তা মাথায় রেখেই নিজেদের তৈরি করছে ক্রিকেট খেলিয়ে দেশগুলো। তবে অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় বেশ অগোছালো অবস্থা অস্ট্রেলিয়ার। বল-বিকৃতি কাণ্ডের জেরে স্টিভ স্মিথ নির্বাসিত হওয়ায় সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া এখন অধিনায়কহীন। টেস্ট দলে টিম পেইনকে দলের নেতৃত্বে আনা হলেও তিনি একদিনের দলে নিয়মিত নন। নতুন অধিনায়কের দৌড়ে তাই উঠে আসছে অ্যারন ফিঞ্চের নাম। এই জল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ করলেন ফিঞ্চ নিজেও। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের এই খেলোয়াড় এদিন প্রস্তুতি শেষে বলেন, 'দলের দায়িত্ব নিতে আমি ইচ্ছুক। তবে বিষয়টা আমার হাতে নেই।' শুধু ফিঞ্চ নন, অস্ট্রেলিয়ার হলুদ জার্সির নেতৃত্বের দৌড়ে রয়েছেন মিচেল মার্শ, ট্রেভিস হেড এমনকি পিটার হ্যান্ডসকম্ব। তবে সেই দৌড়ে বেশ এগিয়ে অ্যারন ফিঞ্চ।

'স্যান্ডপেপার গেট' বিতর্কের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া অসি শিবির। সামনের বছর বিশ্বকাপকে মাথায় রেখে নতুনভাবে দল সাজাতে চাইছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপের আগে স্মিথ-ওয়ার্নারদের নির্বাসন শেষ হয়ে গেলেও তাঁরা যে প্রথম দলে সুযোগ পাবেন সেই নিশ্চয়তা নেই। তাই নতুন অধিনায়কের হাতে বাড়তি সময় তুলে দিতে চান নির্বাচকরা। এই দিক দিয়ে অ্যারন ফিঞ্চের নামটা অনেকটাই নির্ভরযোগ্য নাম বোর্ড কর্তাদের কাছে। ২০১৪ থেকে '১৬ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া টি২০ দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলেছেন ফিঞ্চ। পরের মাস থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে ফিঞ্চকে অধিনায়ক চাইছেন বোর্ড কর্তাদের অনেকেই। প্রসঙ্গত, এই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ৪-১-এ একদিনের সিরিজ হেরেছিল অস্ট্রেলিয়া। ইয়োন মরগ্যানের দলকে গুরুত্ব দিচ্ছেন ফিঞ্চও। তিনি বলেন, 'একদিনের ক্রিকেটে ইংল্যান্ড যথেষ্ট শক্তিশালী দল। তবে নতুন ক্রিকেটারদের কাছে এটা বড়ো সুযোগ। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারতে গেলে আমাদের কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলেই তৈরি হতে হবে।' অস্ট্রেলিয়া দলে স্মিথ-ওয়ার্নারের অনুপস্থিতি যে বড়ো ধাক্কা মেনে নিয়ে ফিঞ্চ জানান, 'ওরা দুজনেই অসি ক্রিকেটের স্তম্ভ। ওদের না থাকা বড়ো ধাক্কা নিঃসন্দেহে। তবে ওদের শূন্যস্থান পূরণ করার এটাই সুযোগ তরুণ ক্রিকেটারদের কাছে। যুব ক্রিকেটারদের এই চ্যালেঞ্জটা নেওয়া উচিত।'